আরও

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স্ প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট · কলিকাতা-১২

শিল্পী : শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

আমি যখন আমার "বিচিত্র কাহিনী" লিখি, তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে ইহা জনসাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে। তাহার পর আমার বন্ধু আত্মীয় ও অনাত্মীয় আমায় আরও এইরূপ ঘটনা লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া "আরও বিচিত্র কাহিনী" লিখিলাম। যদি এই নূতন কাহিনীগুলি জনসাধারণকে কিছুমাত্র আনন্দ দিতে পারে, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

পত্রিকা ভবন, কলিকাতা
১লা মাঘ, ১৩৬৪

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সূচীপত্র

অলীক না অলৌকিক ?

চৈত্তির মাসের দুপুর, খাওয়া-দাওয়া সারা হয়েছে। ডাক্তারে বলেছে খাওয়ার পর ঘণ্টা দুই শুয়ে থাকতে। ডাক্তারের কথা শুনতে হয় বাধ্য হয়ে, বয়েসটা যে বেড়েই চলেছে। কে যেন, সুকুমার রায় না কে, এক বুড়োর কথা লিখেছে কোন্ গল্পে, যে বুড়ো তার বয়েসটা বেশী বেড়ে যাচ্ছে দেখলেই বয়েসের মোড় ফিরিয়ে নিতো। অর্থাৎ যেই দেখতো তার উনপঞ্চাশের ধাক্কা লাগো লাগো, অমনি সে উল্টো চালে চ'লে বয়েস কমিয়ে, আটচল্লিশ, সাতচল্লিশ করে চল্লিসের নীচে নিয়ে যেতো। সে আজব বুড়োর ঠিকানা তো আমার জানা নেই, কাজেই ডাক্তারের পরামর্শই নিতে হয়।

কিন্তু আমার জগাই দাদা ঘরে যেতেই নারাজ। সে বলে, "চৈত্তির মাস, এখনো মধু-মাধবীর পরশ হাওয়ায় খেলছে, তায় আজ মেঘলা দিন, মেঘে রোদে আলোছায়ার খেলা চলছে। এমন দিনে ঘরের ভিতর যাওয়াই উচিত নয়। আম গাছের তলায় দিব্যি খাওয়া হোলো। যদি নেহাত গড়াতেই হয় তবে তোমার অমন সুন্দর পুকুরের ঘাটের দুপাশে, লম্বা চওড়া, ঢালা দাওয়া রয়েছে, সেখানেই গড়াবে চলো।"

বুড়োর প্রাণে এখনো এতো সবুজ আছে জানতুম না। যাই হোক কথাটা নেহাত মন্দ নয় আর আজ আকাশে মেঘের দরুন রোদেরও তেজ নাই। সুতরাং সেখানেই যাওয়া গেল। সঙ্গে আমার নাতিনী ঠাকুরাণী দিদিরাণীও এলো।

সতরঞ্চি তাকিয়া সব সামলে পেতে নিয়ে তো বসা হোলো। আমি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বললুম, "দেখ জগাইদা, আরো পাঁচ-